থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE

An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013

Editor

Bivash Bishnu Chowdhury

Title: "থিয়েটার করতে গেলে – সেটা ভালো করে বোঝা উচিত...": কথোপকথনে মনোজ মিত্র

["*Theatre Korte Gele Seta Valo Bhabe Bojha Uchit*": *Kathopokathone Manoj Mitra*]

Interview Taken By: Gitanjali Das & Arup Sankar Misra

Edited by: Bivash Bishnu Chowdhury

DOI: https://doi.org/10.63698/thespian.v1.1.NMKO6434

Published: 09 May 2013.

"থিয়েটার করতে গেলে – সেটা ভালো করে বোঝা উচিত...": কথোপকথনে মনোজ মিত্র © 2013 by Manoj Mitra is licensed under CC BY-NC 4.0

Yr. 1, Issue 1, 2013

Bengali New Year Edition
April-May

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

সাক্ষাৎকার

"থিয়েটার করতে গেলে – সেটা ভালো করে বোঝা উচিত...": কথোপকথনে মনোজ মিত্র

(সংগ্রাহক: গীতাঞ্জলি দাস ও অরূপ শঙ্কর মিশ্র)
(সম্পাদনা - বিভাস বিষ্ণু চৌধুরী)

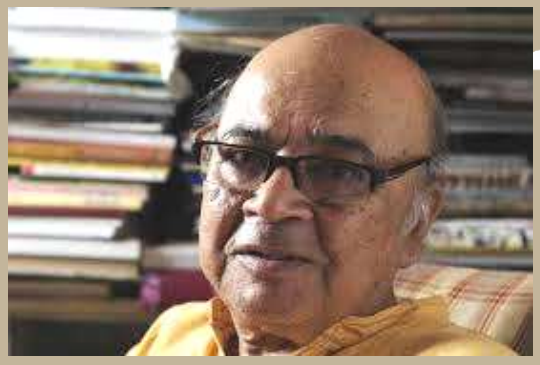

নট, নাট্যকার ও নির্দেশক। এক দেহে তিন প্রাণ – একেই বোধহয় বলে নাট্যঅন্ত:প্রাণ। নানামুখী ব্যস্ততার মাঝে মনোজ মিত্রের সাথে একটু সময়ের আলাপ দিয়েই যাত্রা শুরু হলো আমাদের ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যার।

থেস্পিয়ান : নাট্য বিষয়ে ছোটোবেলার কোনো আনন্দময় স্মৃতি?

মনোজ মিত্র : ছোটোবেলায় থিয়েটার করাটাই খুব আনন্দময় স্মৃতি। কারণ থিয়েটার করার ইচ্ছেটা খুব প্রবল ছিল এবং এটাও জানতাম যে এই থিয়েটারটা ভবিষ্যতে কোনও কাজে লাগবে না। কিন্তু ঐ একরাত্রি অভিনয়ের যে আনন্দ! সকলের সঙ্গে একসাথে থাকা! তাৎক্ষণিক এক আনন্দ – এছাড়া প্রাপ্তির কিছু ছিল না। এটাও জানতাম যে এতে খারাপ করলেও খুব একটা কিছু এসে যায় না – কিন্তু ভাল করার চেষ্টা করে গেছি। আর এটা তো আমার profession ছিল না, profession হবে কখনও ভাবিও নি। কিন্তু নিজে থেকে ভাল করার যে বিশুদ্ধ আনন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত নির্বিকল্প আনন্দ – এগুলোই আনন্দময় স্মৃতি।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

থেস্পিয়ান : কোন সময় থেকে এবং কিভাবে পাকাপাকিভাবে থিয়েটার চর্চার শুরু?

মনোজ মিত্র : সেরকম নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। স্কুলেও করতাম, কলেজেও করতাম, তারপর একটা দলও করলাম। ঘটনাক্রমে সে দলটা রয়েও গেল এবং এখনও সেটা রয়ে গেছে...

থেস্পিয়ান : গল্পকার মনোজ মিত্র থেকে নাট্যকার মনোজ মিত্রে পরিণত হওয়ার পেছনে কোনও পরিকল্পনা কাজ করেছিল, না স্রেফ 'মৃত্যুর চোখে জল'-এর অভাবনীয় সাফল্য থেকে এই দিকে পরিবর্তন?

মনোজ মিত্র : কোনও পরিকল্পনা ছিল না। আমি গল্পই লিখতাম, লিখতে গিয়ে একটা নাটক লিখলাম। তখন আমার মনে হল যে, নাটকের ভাষায় বা ভাষার form-এ কাজ করাটা আমার পক্ষে অনেক easier ।এতে করে আমি নিজেকে অনেক ভাল করে প্রকাশ করতে পারছি।... থিয়েটার বা নাটক লেখাটা তো একদম অন্যরকম, গল্প বা উপন্যাসের সাথে এর মিল খুব কম। থিয়েটার মানুষের – একেবারে চলাফেরা থেকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস – সবকিছুকেই কভার করে। এটা আমার খুব ভাল লাগে। একজন ব্যক্তির প্রত্যেকটা মুভমেন্ট চোখের সামনে ভাসতে থাকে, বা ভাসতে থাকা উচিত। ঠিকঠাক পারি কিনা জানি না – কিন্তু এই এতগুলো জিনিস একটা নির্দিষ্ট পরিসরে (নাটকের) বেঁধে রাখা – এটাই ভাল লাগে। আর... থিয়েটারের বেশীরভাগটাই থাকে নেপথ্যে। থিয়েটারে ঘটনা মঞ্চে প্রায় ঘটেই না, যা ঘটে তা বাইরে বাইরে ঘটে, সে শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে প্রায় যে কোন নাটকেই। থিয়েটার সবসময়ই মানুষের প্রতিক্রিয়া (act of reaction)। এখানে ঘটনা সরাসরি দেখানোর প্রয়োজন হয় না।

থেস্পিয়ান : নাট্যকার মনোজ মিত্র এবং অভিনেতা মনোজ মিত্র – কে কার দ্বারা প্রভাবিত? কে অপেক্ষাকৃত বড় বলে আপনি মনে করেন?

মনোজ মিত্র : আমার কিছুই মনে হয় না। দুটো কাজই করি, করতে ভাল লাগে। যে দু'পায়ে খেলে, তাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবে না, কোন পায়ে সে বেশী সফল। কারণ গোল দেবার সময় সে মনে রাখে না কোন পায়ে গোল দিচ্ছে। তাই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা মুশকিল।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

থেস্পিয়ান : 'নরক গুলজার', 'মেষ রাক্ষস', 'নৈশভোজ', 'রাজদর্শন' – এর মতো অনেক নাটকেই আপাত হাসির সংলাপের ভেতর আপনি অবলীলায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার নানা উপকরণ। এ সবই কি আপনার সযত্ন প্রয়াস?

মনোজ মিত্র : না, এগুলো একেবারেই অযত্ন প্রয়াস। আমি তো আর হাতে ঝাণ্ডা ধরতে পারি না, বা আমার মতবাদ আমি মঞ্চে উঠে চিৎকার করে বলতে পারি না, তাই আমাকে এভাবে লিখতে হয়। এতে আমাদের দেশের, মাটি-জলের প্রভাবটা আছে। আমি আমার লেখার মাধ্যমে কিছু সত্যি কথা, যে কথা হয়তো অনেককে খুশি করে না, তুলে ধরার চেষ্টা করি। এটা মানুষের সাধারণ এক ব্যবহারিক রীতি মাত্র – কিছু কথাকে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা। বাংলার প্রবাদগুলোর সৃষ্টি তো এভাবেই। এটা ভাষারই এক প্রকাশভঙ্গি। তাই এ ব্যাপারটা একেবারেই সযত্ন প্রয়াস নয় – একদমই spontaneous। যারা এই একটুখানি ঠাট্টা, ইয়ার্কি, উপহাস, মজা করতে জানে, তারা এরকমই পছন্দ করে।

থেস্পিয়ান : রাজনৈতিক বাধায় আপনার নাটকের মঞ্চায়ন বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং বাধা পাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনা আপনাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল?

মনোজ মিত্র : কিছুমাত্র প্রভাবিত করে নি। যার ইচ্ছে হয়েছে সে বন্ধ করতে পারে। প্রভাব আর কি পড়বে? বরং আরও দুটো নাটক লেখা হয়েছে। প্রকারান্তরে সুপ্রভাব পড়েছে।

থেস্পিয়ান : আপনার মঞ্চাভিনীত নাটকের মধ্যে সেরা চরিত্র কোনটি বলে আপনি মনে করেন?

মনোজ মিত্র : এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

থেস্পিয়ান : 'সুন্দরম' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেও সেখান থেকে সরে যেতে হল কি গ্রুপ থিয়েটারের ঐতিহ্য মেনেই? এবং 'ঋতায়ন' তৈরী করেও তা আবার ভেঙ্গে দিলেন কেন – যেখানে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের ভাঙা-গড়ার চিত্রটা মোটেও হতাশাজনক নয়?

মনোজ মিত্র : না, না, 'সুন্দরম'এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি। শুধু দূরত্বের (distance) জন্য কিছুটা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল মাত্র। আমি বালিগঞ্জে গিয়ে রিহার্সাল দিতাম এবং এখনও দিই। এটা কখনও কখনও সম্ভবপর হয়েওঠে না। সম্পর্ক

বা বন্ধুত্ব কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি। মাঝে মাঝে হয়তো কোনও একটা কাজ খুব একটা ভাল লাগছিল না – তাই হয়তো কাজটা করলাম না। ঝগড়াঝাটি বা সম্পর্ক নষ্টের কোন ব্যাপার নেই। বরং যখন আমি 'ঋতায়ন' করি তখনও 'সুন্দরম'-এর সাথে কাজ করেছি।

থেস্পিয়ান : আপনার লেখা নাটকে ভিন্ন ধরণের চরিত্ররা আমাদের ভীষণভাবে চমকে দেয়।সে 'সাজানো বাগান'-এর বৃদ্ধই হোক, 'গল্প হেকিম সাহেব'-এর হেকিমই হোক, 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার'-এর ধৃতিকান্ত বা 'যা নেই ভারতে'-এর ধৃতরাষ্ট্র – এসব চরিত্র সৃষ্টির প্রেরণা কি?

মনোজ মিত্র : প্রেরণা তো আছেই। আমাদের চারপাশেই তো কোন কোন অসাধারণ মানুষেরা ঘুরে বেড়ায়। অসাধারণ ইচ্ছে তাদের, অসাধারণ তাদের কর্মপ্রবৃত্তি। এগুলো হয়তো সবসময় সবার সাথে মেলে না। মানুষের মধ্যে এই peculiarity থাকে। একদম চেনা চরিত্র নিয়ে কাজ করতে আমার খুব একটা ভালও লাগে না। এগুলোও চেনা – কিন্তু তার মধ্যেও কোথাও একটা অন্যরকম আছে।

থেস্পিয়ান : আপনার এই দীর্ঘ নাট্যজীবনে আপনি মঞ্চ নিয়ে তেমন কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান নি। প্রসেনিয়ামের প্রতি আপনার বিশেষ কোন ভালোলাগা?

মনোজ মিত্র : পরীক্ষা-নিরীক্ষা!! দেখো, আমি থিয়েটার কখনও produce করতে চাই নি, director-ও হতে চাই নি। তাই এখানে আমার ভীষণ খামতি আছে। আমি যতদূর জানি তার বেশী তো আর যেতে পারি না, আর আমি ওটা নিয়ে ভাবিও না। আমি যতটা পারি, নাটকটা দিয়ে compensate করার চেষ্টা করি। কিন্তু সেটা যে ভালো পথ, তা আমি বলব না। থিয়েটার করতে গেলে – সেটা ভালো করে বোঝা উচিত, নতুন কিছু করার ক্ষমতা অর্জন করা উচিত, বুঝে-শুনে বা ওয়ার্কশপ করে বা বিভিন্ন রকম চর্চা করে একটা জায়গায় পৌঁছান উচিত। কিন্তু unfortunately এবং peculiarly আমার সেরকম কোনও ইচ্ছেই নেই direction করার। কিন্তু আমাকে সবাই director হিসেবেই ধরে। সেটাই হয়েছে সমস্যা। সেজন্য আমি কোনও experiment-এ যাই না, যেটুকু যা আছে গোপনে, নাটকের মধ্যে। নাটকেও যে খুব একটা experiment আছে তা নয় – কিন্তু ঐ চরিত্র নির্মাণ, situation নির্মাণ, সংলাপ ইত্যাদির মাধ্যমে সহজ ভাষায়, সহজভাবে উপস্থাপনা। নাটকগুলোর সাফল্যের পেছনেও এটাই কারণ। সুতরাং, কি করি-না করি, সেটা নিয়ে আর ভাবি না।

থেস্পিয়ান : পঞ্চাশ ও ষাট এর দশকে বাংলা থিয়েটারে সরাসরি বিদেশী নাটকের প্রভাব সম্পর্কে আপনার কি মতামত?

মনোজ মিত্র : আমার সেরকম কোনও মতামত নেই। আমি কোনওদিন নোটবই পড়ে উত্তর লিখতাম না, নিজে যা পড়তাম সেটুকুই লিখতাম। এক্ষেত্রেও তাই, আমি original নাটকেই বিশ্বাসী। তাছাড়া, আমি তো আর শুধু director নই যে বিভিন্ন নাটক নিয়ে কাজ করব। অন্য নাটক পড়ব, জানব ঠিক আছে, কিন্তু ব্যবহার কেন করব? হয়তো দু'একটা অন্যের নাটক বা গল্প ব্যবহার করেছি, কিন্তু সে খুবই কম। আমার মৌলিক নাটকই ভালো লাগে এবং তাই-ই করেছি ও করি। তবে যাঁরা করেছেন তাঁদের কোনও নিন্দা বা বিরোধিতা করছি না। তাঁরাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন।

থেস্পিয়ান : স্বভাষায় নাট্যশিক্ষার জন্য বাংলায় আলাদা কোনও প্রতিষ্ঠান নেই। একজন প্রবীণ নাট্যকার, নির্দেশক ও একজন শিক্ষক হিসেবে আপনার কোন পরিকল্পনা?

মনোজ মিত্র : হ্যাঁ, প্রয়োজনীয়তা তো আছেই এবং হলে তো খুব ভালো হত। রবীন্দ্রভারতী একসময় এই উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু হয়েছিল – dance, drama, visual arts - এগুলোই ছিল ভিত্তি। এটা ছিল unique। পরবর্তীকালে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সবকিছুর প্রসার ও বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদির ফলে তা আর রইল না।

থেস্পিয়ান : শহর ছাড়াও গ্রাম বাংলার সর্বত্র বাংলা থিয়েটারের দৈন্যদশা থেকে উত্তরণের জন্য নাট্য আকাদেমি তথা শহরের প্রতিষ্ঠিত নাট্যদলগুলির করণীয় কি হওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়?

মনোজ মিত্র : প্রয়োজনীয়তা তো অবশ্যই আছে এবং দলগুলো কিছুটা করছে। একটা সচেতনতা এসেছে। যেমন – divisional festival হচ্ছে North Bengal, Presidency ও Burdwan - এই তিনটি বিভাগে; পরে জেলায় জেলায় হবে। তাছাড়া, নাট্য অ্যাকাডেমির নাট্যমেলা – কলকাতার বাইরেও হচ্ছে, যেমন আসানসোল, উত্তরবঙ্গ ইত্যাদি। এছাড়া problems তো আছেই, এবং সেগুলো সমাধানের জন্য নাট্য অ্যাকাডেমি এবং Cultural Department –এ আলোচনাদি হচ্ছে। তবে অগোছালো চেহারা তো একটা আছেই।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

থেস্পিয়ান : নাট্যদলগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেয় অর্থসাহায্যের সঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়জনীয়তা আছে কি?

মনোজ মিত্র : সে তো আছেই। যারা টাকা দিচ্ছে তাদের তো দেখতেই হবে যে টাকা ঠিকঠাক ব্যয় হচ্ছে কিনা। ভারতে কোনও ক্ষেত্রেই তো আর অর্থ ঠিকঠাক ব্যয় হয় না! অনেক দলই আছে যারা টাকা নেয় এবং বছরে নামমাত্র একটি হয়তো নাটক করল। তাই এটা দেখাশোনা করার প্রয়োজন তো আছেই।

শেষ হয় কথা। মনোজ দা'র সাথে এই ছোট্ট কয়েকটি মুহূর্ত পুনরায় ভাবিয়ে দিয়ে যায় পুরাতন কিছু ভাবনা। মনোজ দা'র কথার সূত্র ধরেই বলতে হয় জীবনের যেকোনো কাজের শুরুতেই আনন্দ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কারণ ওটা ছাড়া কোনো কিছুরই স্বত:স্ফূর্ত বিকাশ ঘটে না। ছোটোবেলায় থিয়েটারের শুরুটা হয় এই আনন্দ দিয়েই, বড় হয়ে থিয়েটার করে জীবিকা নির্বাহ করব সেইরকম বোধহয় আমরা কেউই ভাবিনা। তবে ভাববার প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে তেমন সময়ও হয়েছে। বাংলা ভাষায় নাট্যশিক্ষার জন্য আলাদা কোনো প্রতিষ্ঠান জাতীয় স্তরে নির্মিত না হলে ভাবনা অধরাই থেকে যাবে আর বরাবরের মতোই হাতুড়ে ডাক্তার দ্বারাই মঞ্চরোগ সারাতে হবে। ব্যতিক্রম দিয়ে কখনও যুগ যুগ চলতে পারেনা। সময়ের প্রয়োজনেই যেহেতু সবকিছু হয় তাই জাতীয় স্তরে বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্র নাট্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে আমাদের দায়টিও তোলা থাকল সময়েরই ঘাড়ে।